فَكَّرَ

সে চিন্তা করেছে

يَتَفَكَّرُونَ

যারা/তারা চিন্তা ভাবনা করে

تَتَفَكَّرُونَ

তোমরা চিন্তা ভাবনা করো

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **(তোমরা চিন্তা ভাবনা করো تَتَفَكَّرُونَ) (যারা/তারা চিন্তা ভাবনা করে يَتَفَكَّرُونَ) (সে চিন্তা করেছে فَكَّرَ)**

এই তিনটি শব্দ পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৮ বার এসেছে। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা চিন্তা কর আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে, তোমার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এবং কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলো সম্পর্কে এবং বলেছেন চিন্তাশীল লোকেরা এবং জাতী আল্লাহর বাণী থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হতে পারে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল ইমরান ৩:১৯১

১. যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে এবং যারা চিন্তা করে মহাকাশে ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে।

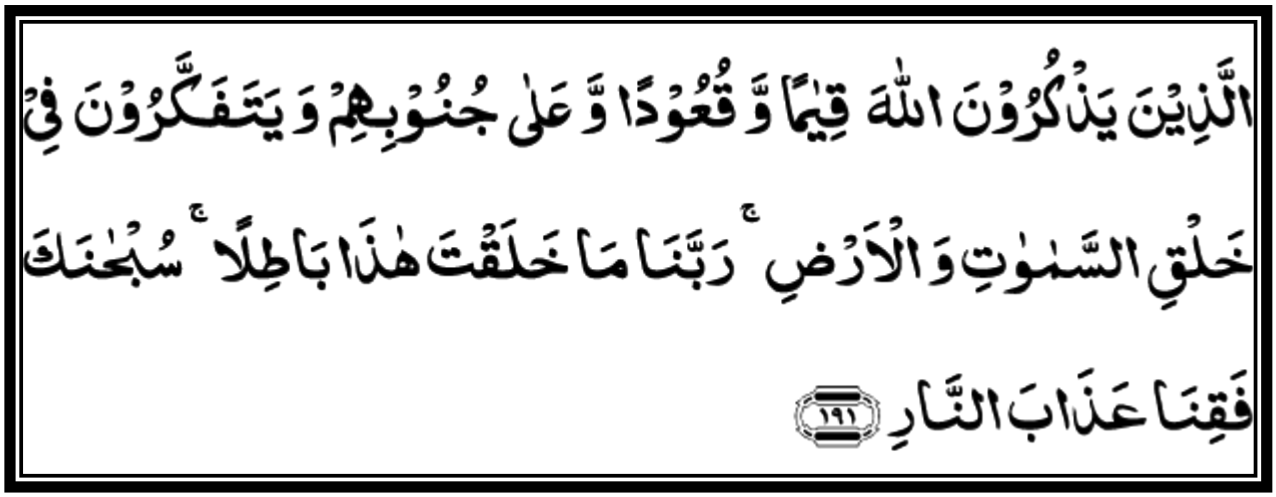
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ
خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

যাহারা দাড়াইয়া, বইসা শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করেও বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।' (সূরা আল ইমরান ৩:১৯১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আনাআম ৬:৫০

২. বলো: অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করে দেখবে না?

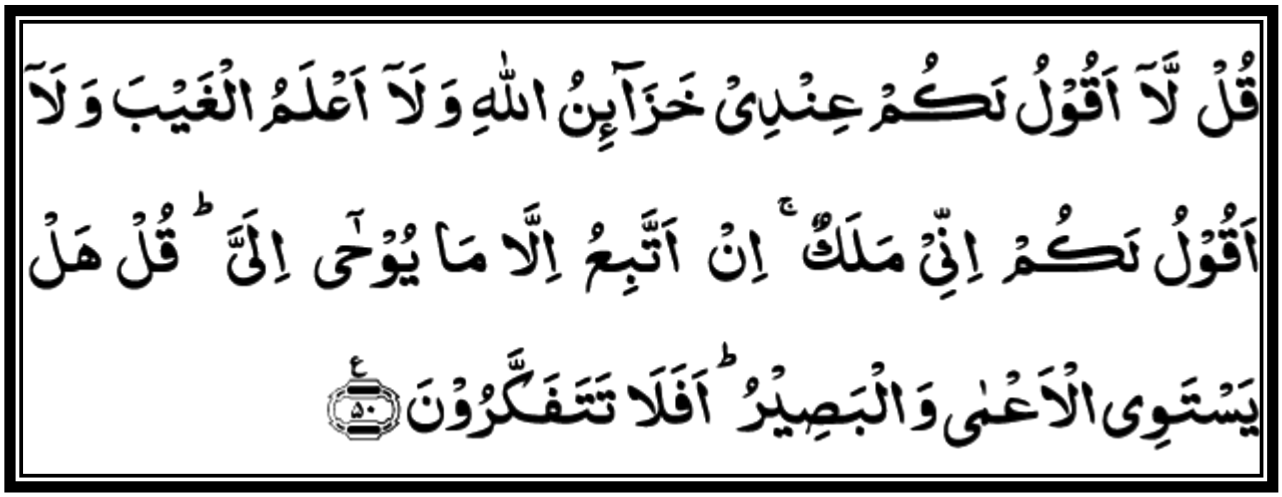
قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ
اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

বল, আমি তোমাদেরকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই; এবং তোমাদেরকে ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা; আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি শুধু তাহারি অনুসরণ করি। বল, অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান? তোমরা তো অনুধাবন কর না? (সূরা আনাআম ৬:৫০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আরাফ ৭:১৭৫</u>

৩. তুমি এই কাহিনীটি তাদের শুনাও যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে।

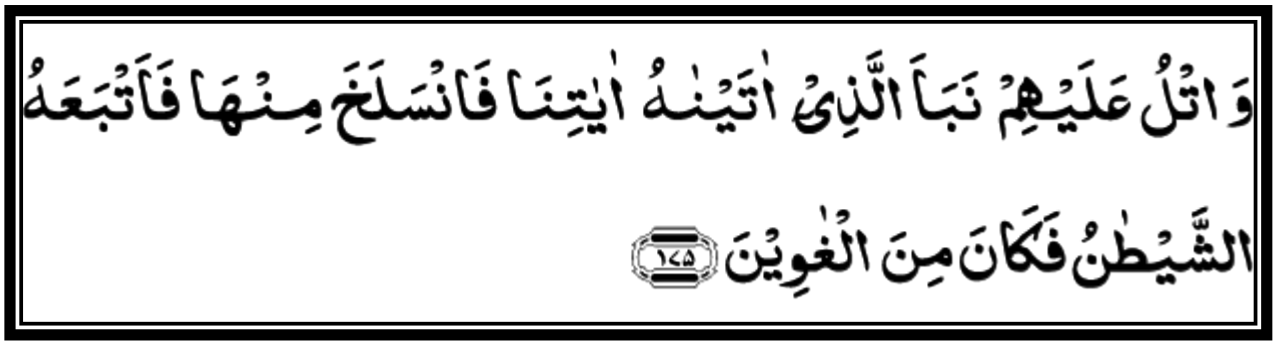
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ
الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

তাহাদেরকে ওই ব্যাক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শোনাও যাহাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
(সূরা আল আরাফ ৭:১৭৫)

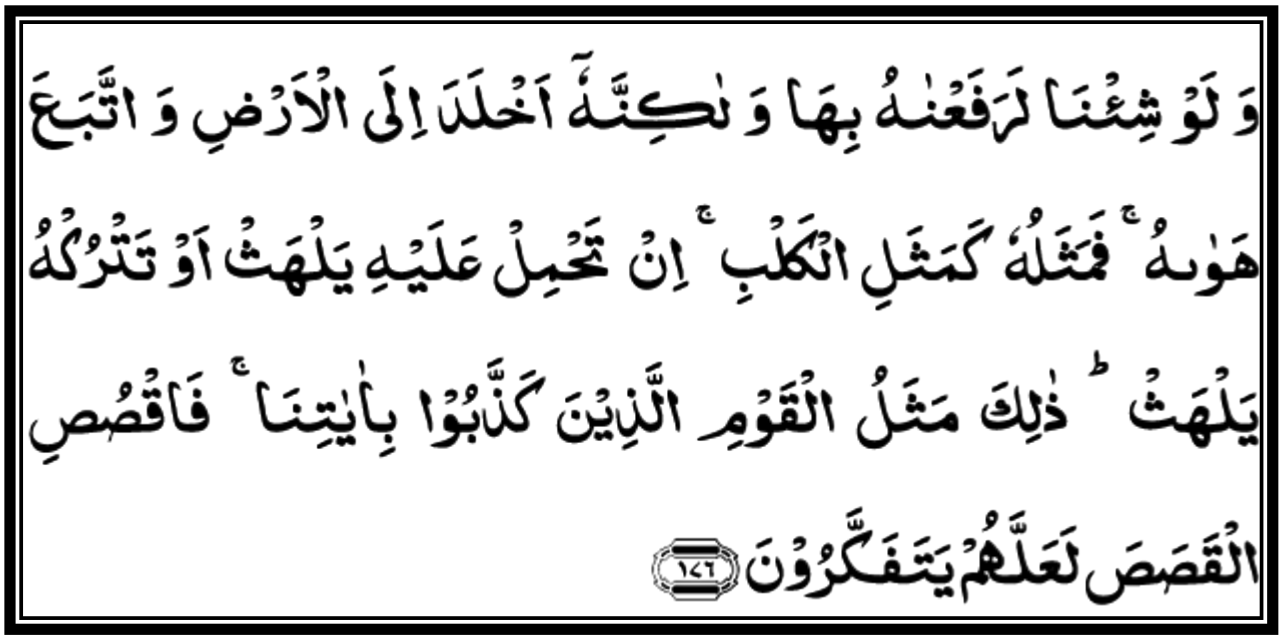
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পরে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যয়; উহার উপর তুমি বোঝ চাপাইলেসে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝ না চাপাইলে হাপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শন কে প্রত্যাখান করে তাহাদের অবস্থা এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা আল আরাফ ৭:১৭৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল আরাফ ৭:১৮৪</u>

৪. তারা কি চিন্তা করে দেখে না যে, তাদের সাথী (মুহাম্মদ) কোনো উম্মাদ ব্যাক্তি নয়। সে তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া কিছু নয়।

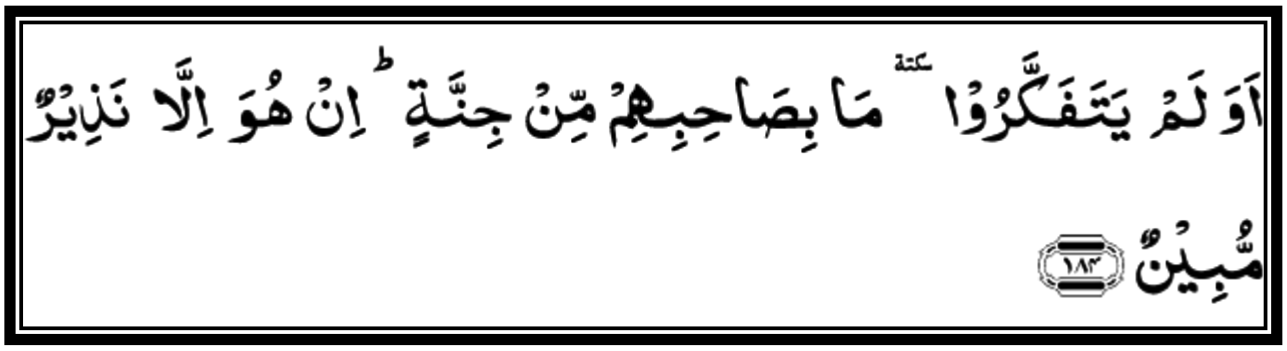
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সাথী আদৌ উম্মাদ নয়; সে তো এক স্পস্ট সতর্ককারী। (সূরা আল আরাফ ৭:১৮৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বাকারা ২:১১৯</u>

৫. আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্পস্টভাবে বর্ণনা করেন তার আয়াত (বিধান) সমূহ যাতে করে তোমরা চিন্তাভাবনা কর।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। (সূরা বাকারা ২:১১৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বাকারা ২:২৬৬</u>

৬. আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা চিন্তা করে উপলব্ধি করতে পারো।

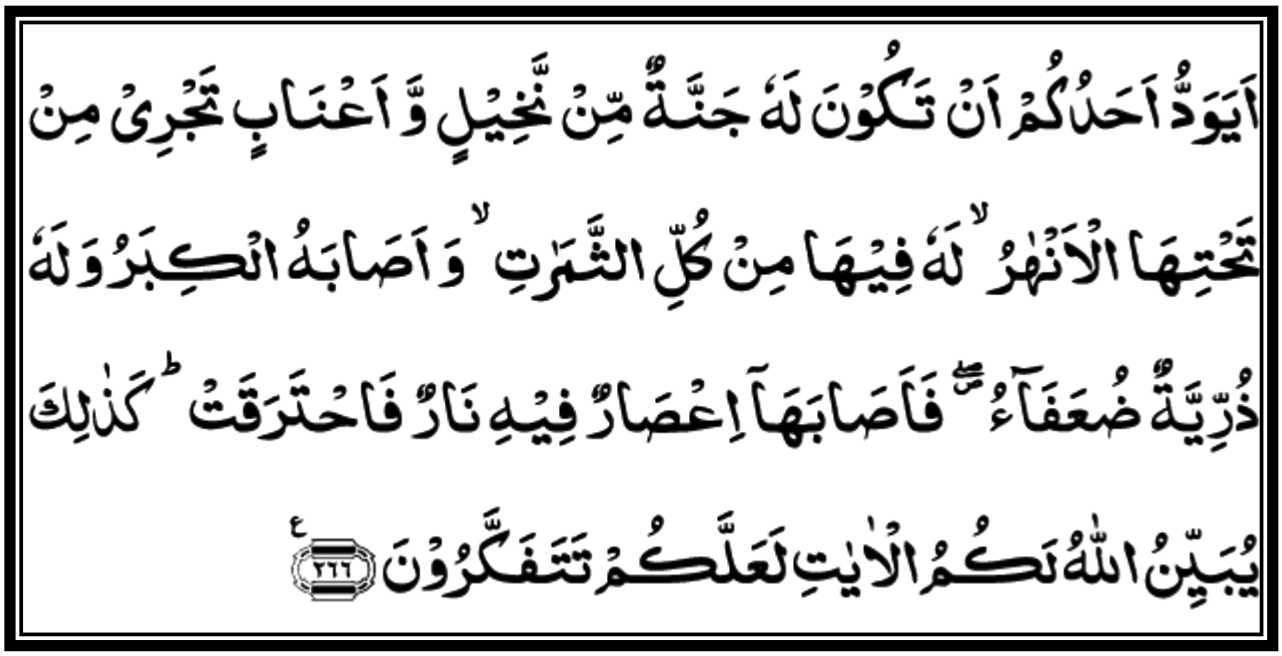
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّ أَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

তোমাদের কেহ কি চায় যে, তাহার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে জাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যাক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, উহার উপর এক উত্তপ্ত অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলিয়া যায়? এইভাবে আল্লাহ তাহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পারো। (সূরা বাকারা ২:২৬৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইউনুস ১০:২৪</u>

৭. এভাবেই আমরা বিশদ বিবরণ দেই আমাদের আয়াতের চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

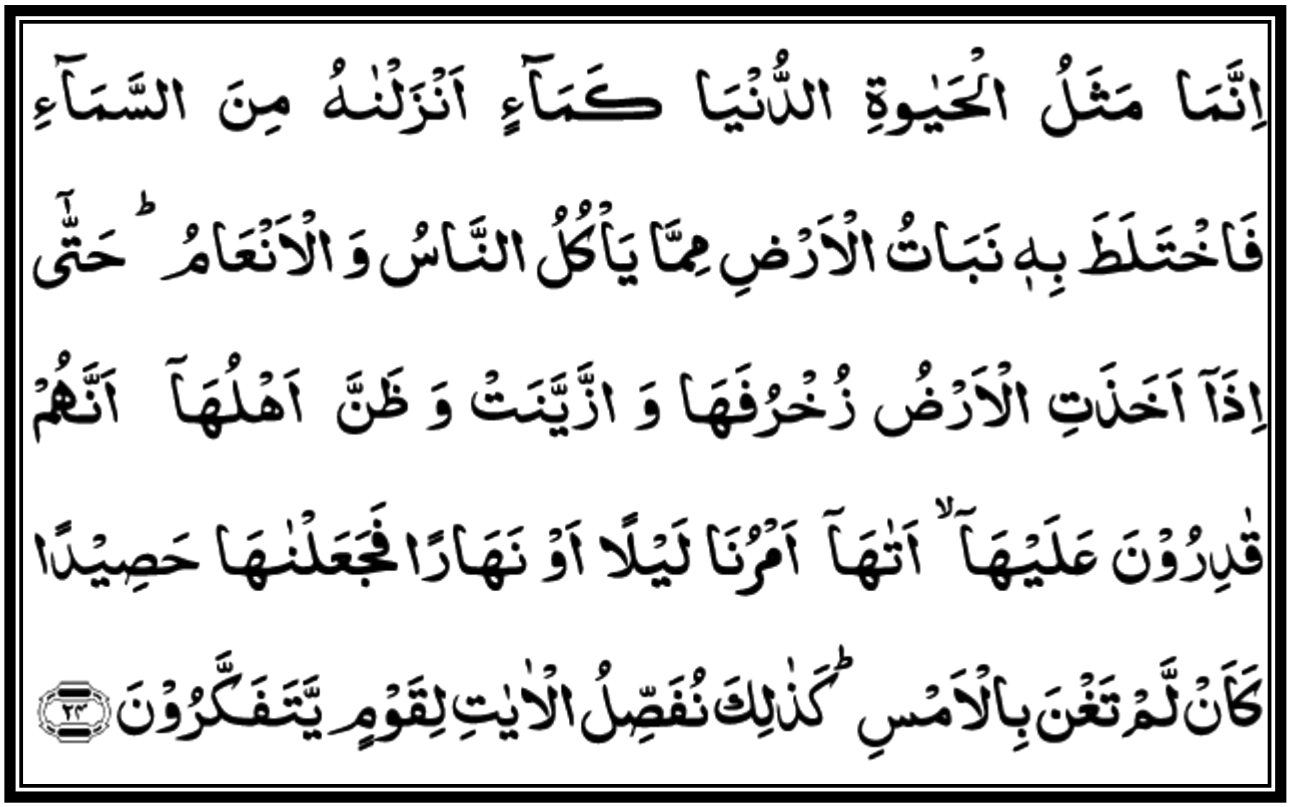
إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى
اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ
قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا
كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ: যেমন আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি যাদ্বারা ভুমিজ উদ্ভিদ ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারীগণ মনে করে উহা তাহাদের আওয়াত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পরে ও আমি উহা এমনভাবে নির্মুল করিয়া দেই, যেনো গতকাল ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। (সূরা ইউনুস ১০:২৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রাদ্ ১৩:৩

৮. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیْهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফলসৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা আর রাদ্ ১৩:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাহল ১৬:১০,১১

৯. এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অবশ্যই যাতে রয়েছে নিদর্শন।

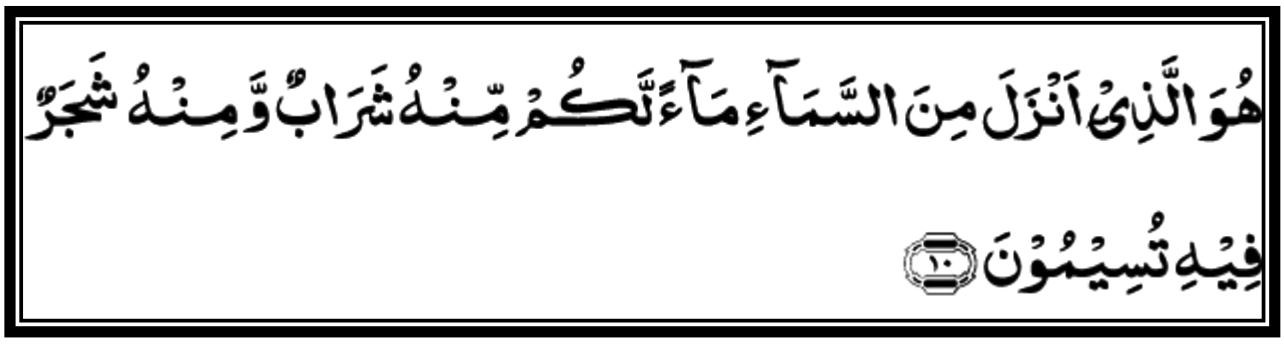
هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ
فِیْهِ تُسِیْمُوْنَ ۝١٠

তিনিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন। উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতেতোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। (সূরা আন নাহল ১৬:১০)

يُنۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَ الزَّيۡتُوۡنَ وَ النَّخِيۡلَ وَ الۡاَعۡنَابَ وَ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۱۱﴾

তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, জয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে রহিয়াছে নিদর্শন। (সূরা আন নাহল ১৬:১১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নাহল ১৬:৪৪</u>

১০. যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

بِالۡبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ ؕ وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيۡهِمۡ وَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۴۴﴾

প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও গ্রন্থাবলি এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যাহাতে উহারা চিন্তা করে। (সূরা আন নাহল ১৬:৪৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আন নাহল ১৬:৬৮,৬৯</u>

১১. এভাবে তার (মৌমাছি) পেট থেকে বের হয় বিভিন্ন বর্ণের পানীয় (মধু), যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাময়।

وَ اَوۡحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِىۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعۡرِشُوۡنَ ﴿۶۸﴾

তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'গৃহ নির্মান কর পাহাড়ে বৃক্ষে উঁচুতে যাহা নির্মাণ করে তাহাতে। (সূরা আন নাহল ১৬:৬৮)

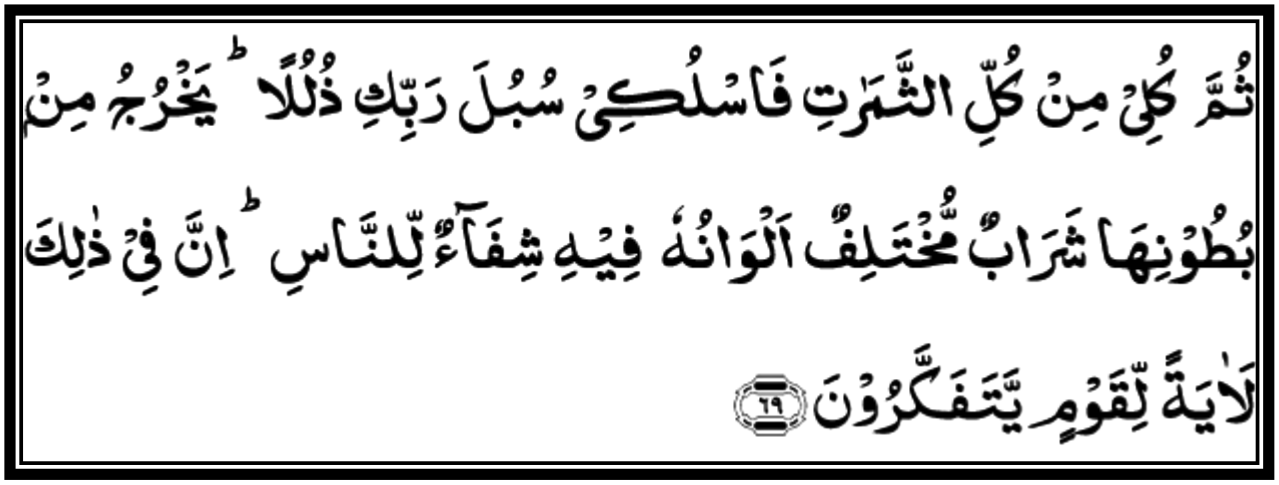
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। (সূরা আন নাহল ১৬:৬৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আর রূম ৩০:৮</u>

১২. তারা কি নিজেদের মনে মনে ভেবে দেখেনা, মহাকাশ পৃথিবীর মাঝে সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সত্য ও বাস্তবতার নিরিখে এবং নিদৃস্ট সময়ের জন্যে?

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

উহারা কি নিজেদের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না? আল্লাহ আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং এক নিদৃষ্ট কালের জন্য. কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (সূরা আর রূম ৩০:৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আর রূম ৩০:২১</u>

১৩. তোমাদের (স্বামী ও স্ত্রী) মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন বন্ধুত্ব-ভালোবাসা এবং দয়া-অনুকম্পা। এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا
اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

আর তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে হইতে ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আর রূম ৩০:২১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা সাবা ৩৪:৪৬</u>

১৪. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দাড়াও দুইজন ও একজন করে, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) মোটেও জিনে ধরা ব্যাক্তি নয়।

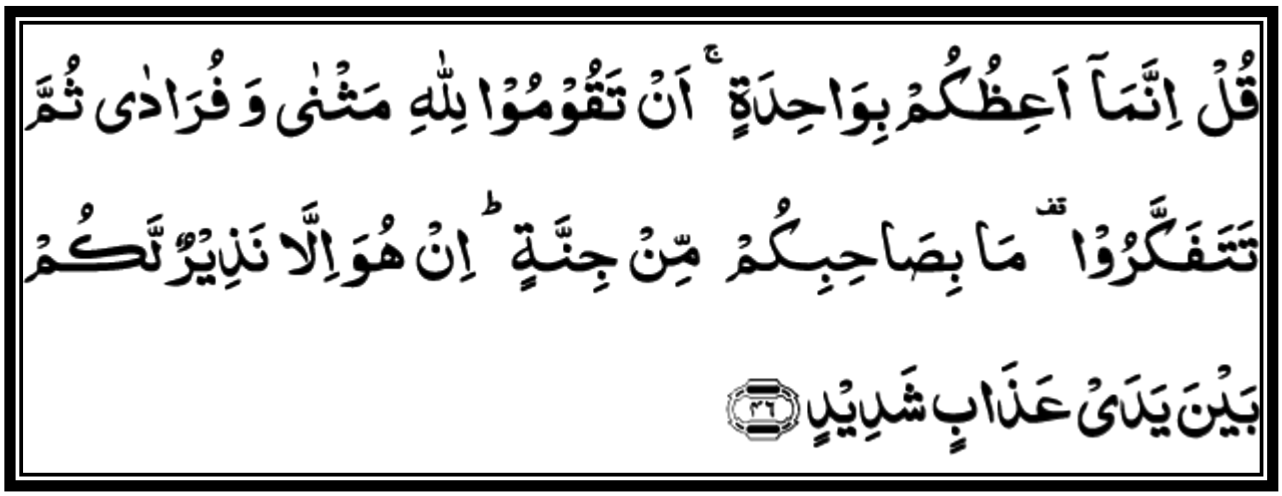
قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾

বলো, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করিয়া দাড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ তোমাদের সঙ্গী আদৌ উম্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা ৩৪:৪৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা যুমার ৩৯:৪২

১৫. আল্লাহ সমস্ত প্রাণীর ওফাত ঘটান তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু এখানো আসেনি তাদের প্রাণ ও নিদ্রার সময়। এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

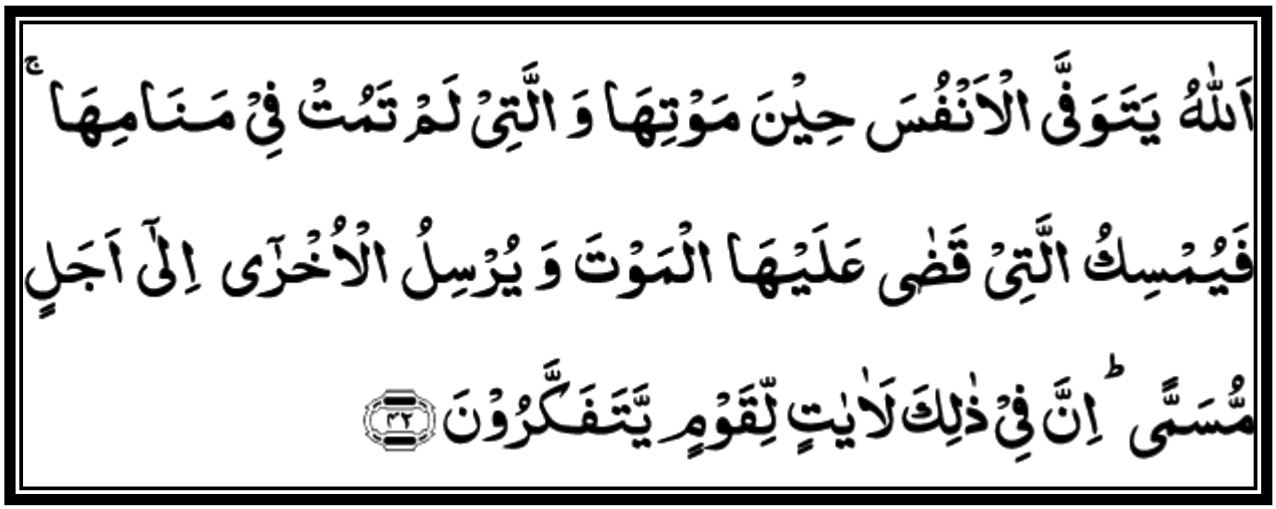
اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবনসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণ নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রান তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। (সূরা যুমার ৩৯:৪২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৩

১৬. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর অনুগ্রহে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্যে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন। (সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল হাশর ৫৯:২১</u>

১৭. আমরা যদি এ কুরআনকে কোনো পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তবে তুমি সেটাকে দেখতে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমরা এসব দৃষ্টান্ত প্রদান করি মানুষের জন্যে যাতে করে তারা চিন্তা ভাবনা করে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর অবর্তীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহর ভয়ে বিনিত এবং বিদির্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।
(সূরা আল হাশর ৫৯:২১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>মুদ্দাস্সির ৭৪:১৮ থেকে ২৫</u>

১৮. সে চিন্তা করেছে এবং একটা চক্রান্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল।(সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:১৮)

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল! (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:১৯)

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

আরও অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২০)

সে আবার চাহিয়া দেখিল। (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২১)

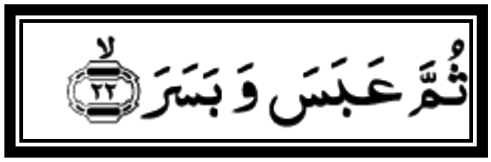

অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল। (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২২)

অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল। (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২৩)

এবং ঘোষণা করল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২৪)

ইহা তো মানুষেরই কথা। (সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২৫)

এখানে সে বলতে তফসীর কারকদের মতে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা মাখযুমকে বুঝানো হয়েছে। সে মক্কার মুশরিকদের এক অন্যতম নেতা ছিল। সে ও অন্যান্যেরা মুহাম্মদ (স:) এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল. রাসূল (স:) "জাদুকর" আখ্যায়িত করেছিল।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কুরআন শুধু তেলাওয়াত শুনলে বা তেলাওয়াত করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কুরআন বুঝতে হবে এবং কোরআনে আল্লাহর কথা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। যারা চিন্তা করবে ওই সমস্ত চিন্তাশীল লোকেরাই কেবল কুরআনের হেদায়াত লাভ করবে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু